ইবনুল ইনসান

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু ৬

৬(১) কোনো এক সাব্বাতে হযরত ইসা আ. ফসলের মাঠ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এসময় তাঁর হাওয়ারিরা শিষ ছিঁড়ে হাতে ঘষে ঘষে খেতে লাগলেন। (২)এতে কয়েকজন ফরিসি বললেন, "শরিয়ত মতে সাব্বাতে যা করা উচিত নয়, তোমরা তা করছো কেনো?" (৩)হযরত ইসা আ. বললেন, " হযরত দাউদ আ. ও তার সঙ্গীরা যখন ক্ষুধার্ত ছিলেন, তখন তিনি যা করেছিলেন তা কি তোমরা পড়োনি? (৪)তিনি তো আল্লাহর ঘরে ঢুকে আল্লাহর উদ্দেশে দান করা রুটি, যা ইমামদের ছাড়া আর কারো খাওয়ার নিয়ম ছিলো না, তা নিয়ে তিনি নিজে খেয়েছিলেন এবং তার সঙ্গীদেরও দিয়েছিলেন। (৫)অতঃপর তিনি তাদের বললেন, "ইবনুল-ইনসানই সাব্বাতের মালিক।"

(৬)অন্য এক সাব্বাতে তিনি সিনাগোগে গিয়ে শিক্ষা দিচ্ছিলেন। সেখানে এমন এক লোক ছিলো, যার ডান হাত শুকিয়ে গিয়েছিলো। (৭)তিনি সাব্বাতে কাউকে সুস্থ করেন কিনা তা দেখার জন্য আলিমরা ও ফরিসিরা তাঁর ওপর নজর রাখছিলেন, যেনো তারা তাঁকে দোষ দিতে পারেন। (৮)যদিও তিনি তাদের মনের চিন্তা জানতেন, তবুও তিনি যার হাত শুকিয়ে গিয়েছিলো, সেই লোকটিকে বললেন, "এখানে এসে দাঁড়াও।" সে উঠে এসে সেখানে দাঁড়ালো।

(৯)তখন হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, "আমি তোমাদের জিজ্ঞেস করি, সাব্বাতে কোন কাজ করা শরিয়ত-সম্মত? ভালো কাজ করা, নাকি খারাপ কাজ করা? প্রাণ রক্ষা করা, নাকি নষ্ট করা?" (১০)অতঃপর চারপাশের সকলের দিকে তাকিয়ে লোকটিকে বললেন, "তোমার হাত বাড়িয়ে দাও।" সে তা করলে পর তার হাত সম্পূর্ণ ভালো হয়ে গেলো। (১১)কিন্তু তারা ভীষণ রাগ করলেন এবং হযরত ইসা আ.কে নিয়ে কী করা যায় তা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগলেন।

(১২)ওই সময় একদিন মোনাজাত করার জন্য তিনি পাহাড়ে গেলেন এবং সারারাত আল্লাহর কাছে মোনাজাত করে কাটালেন।

(১৩)সকালে তিনি তাঁর অনুসারীদের নিজের কাছে ডাকলেন এবং তাদের মধ্য থেকে বারোজনকে বেছে নিলেন, যাদের তিনি নাম দিলেন হাওয়ারি। (১৪)তারা হলেন- হযরত সাফওয়ান রা., যাকে তিনি নাম দিলেন পিতর এবং তার ভাই হযরত আন্দ্রিয়ান রা.; হযরত ইয়াকুব রা. ও হযরত ইউহোন্না রা., হযরত ফিলিপ রা. ও হযরত বর্থলময় রা., (১৫)হযরত মথি রা. ও হযরত থোমা রা, হযরত ইয়াকুব ইবনে আলফিয়াস, দেশপ্রেমিক হযরত সিমোন রা., (১৬)হযরত ইহুদা ইবনে ইয়াকুব এবং হযরত ইহুদা ইস্কারিয়োত রা.- যিনি বেইমান হয়ে গিয়েছিলেন।

(১৭)তিনি তাদের সাথে নিয়ে পাহাড় থেকে নেমে একটি সমান জায়গায় গিয়ে তাঁর সাহাবিদের বড়ো একটি দলের সাথে দাঁড়ালেন। এছাড়া ইহুদিয়া, জেরুসালেম এবং টায়ার ও সিডন এলাকার উপকূল থেকেও অনেক লোক সেখানে জড়ো হয়েছিলো। (১৮)তারা তাঁর কথা শোনার এবং নানা রোগ থেকে সুস্থ হওয়ার জন্য সেখানে এসেছিলো। যারা ভূতের দ্বারা কষ্ট পাচ্ছিলো, তারা ভালো হচ্ছিলো। (১৯)সব লোক তাঁকে ছোঁয়ার চেষ্টা করছিলো, কারণ তাঁর ভেতর থেকে শক্তি বেরিয়ে সকলকে সুস্থ করছিলো।

(২০)অতঃপর তিনি তাঁর সাহাবিদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমরা যারা গরিব, তারা রহমতপ্রাপ্ত, কারণ আল্লাহর রাজ্য তোমাদেরই। (২১)রহমতপ্রাপ্ত তোমরা, এখন যাদের খিদে আছে, কারণ তোমরা তৃপ্ত হবে। রহমতপ্রাপ্ত তোমরা, যারা এখন কাঁদছো, কারণ তোমরা হাসবে।

(২২)রহমতপ্রাপ্ত তোমরা, যখন লোকে ইবনুল-ইনসানের জন্য তোমাদের ঘৃণা করে, সমাজ থেকে বের করে দেয়, অপমান করে এবং তোমাদের নামে নিন্দা করে। (২৩)সেই সময় তোমরা খুশি হয়ো ও আনন্দে নেচে উঠো। নিশ্চয়ই বেহেস্তে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম পুরস্কার। এই লোকদের পূর্বপুরুষেরা নবিদের ওপরও এরকম করতো।

(২৪)কিন্তু ধনীরা, দুর্ভাগ্য তোমাদের, কারণ তোমরা তোমাদের সান্ত্বনা পেয়েছো। (২৫)যারা এখন তৃপ্ত, দুর্ভাগ্য তোমাদের, কারণ তোমরা ক্ষুধার্ত হবে। যারা এখন হাসছো, দুর্ভাগ্য তোমাদের, কারণ তোমরা দুঃখ করবে ও কাঁদবে। (২৬)দুর্ভাগ্য তোমাদের, যখন লোকেরা তোমাদের প্রশংসা করে, কারণ এদের পূর্বপুরুষেরা ভন্ড নবিদেরও প্রশংসা করতো।

(২৭)কিন্তু তোমরা যারা শুনছো, আমি তোমাদের বলছি- তোমাদের শত্রুদেরও মহব্বত করো। যারা তোমাদের ঘৃণা করে, তাদের উপকার করো। (২৮)যারা তোমাদের অভিশাপ দেয়, তাদের জন্য দোয়া করো। যারা অত্যাচার-নির্যাতন করে, তাদের জন্য মোনাজাত করো।

(২৯)যে তোমার এক গালে চড় মারে, তাকে অন্য গালটিও পেতে দিয়ো। যে তোমার চাদর নিয়ে যায়, তাকে জামাও নিতে নিষেধ করো না। (৩০)যারা তোমার কাছে চায়, তাদের প্রত্যেককে দিয়ো। কেউ তোমার কোনো জিনিস নিয়ে গেলে তা আর ফেরত চেয়ো না। (৩১)অন্যের কাছ থেকে যেমন পেতে চাও, তোমরাও তাদের প্রতি তেমনই করো।

(৩২)যারা তোমাদের মহব্বত করে, তোমরা যদি কেবল তাদেরই মহব্বত করো, তাহলে তাতে প্রশংসার কী আছে? গুনাহগারেরাও তো তাদেরই মহব্বত করে, যারা তাদের মহব্বত করে। (৩৩)যারা তোমাদের উপকার করে, তোমরা যদি কেবল তাদেরই উপকার করো, তাহলে তাতে প্রশংসার কী আছে? গুনাহগারেরাও তো তা-ই করে থাকে। (৩৪) যাদের কাছ থেকে তোমরা ফিরে পাবার আশা করো, যদি তাদেরই টাকা-পয়সা ধার দাও, তাহলে তাতে প্রশংসার কী আছে? গুনাহগারেরাও ফেরত পাবে বলেই গুনাহগারদের ধার দিয়ে থাকে।

(৩৫)কিন্তু তোমরা তোমাদের শত্রুদের ভালোবেসো এবং তাদের উপকার করো। কোনোকিছুই ফেরত পাবার আশা না রেখে ধার দিয়ো। তোমাদের জন্য মহাপুরস্কার রয়েছে। আর তোমরা হবে সর্বশক্তিমানের সান্নিধ্যপ্রাপ্ত। কারণ তিনি অকৃতজ্ঞ এবং দুষ্টদের দয়া করেন। (৩৬)তোমাদের প্রতিপালক যেমন দয়ালু, তোমরাও তেমনি দয়ালু হও।

(৩৭)বিচার করো না, তাহলে তোমাদেরও বিচার করা হবে না। দোষ ধরো না, তাহলে তোমাদেরও দোষ ধরা হবে না। ক্ষমা করো, তাহলে তোমাদেরও ক্ষমা করা হবে।

(৩৮)দান করো, তাহলে তোমাদেরও দেয়া হবে। অনেক বেশি করে চেপে চেপে ঝাকিয়ে ঝাকিয়ে উপচে পড়ার মতো করে তোমাদের কোল ভরে দেয়া হবে। কারণ যেভাবে তোমরা মেপে দাও, সেভাবেই তোমরা ফিরে পাবে।

(৩৯)তিনি তাদের একটি দৃষ্টান্তও দিলেন- "এক অন্ধ কি আরেক অন্ধকে পথ দেখাতে পারে? তাহলে তারা দু' জনেই কি গর্তে পড়বে না? (৪০)ছাত্র তার শিক্ষকের চেয়ে বড়ো নয় কিন্তু পরিপূর্ণ শিক্ষা পেয়ে প্রত্যেক ছাত্রই তার শিক্ষকের মতো হয়ে ওঠে।

(৪১)কেনো তোমার ভাইয়ের চোখের ধূলিকণা দেখছো? তোমার নিজের চোখের কড়িকাঠ দেখছো না কেনো? (৪২)যখন তোমার নিজের চোখের কড়িকাঠ দেখছো না, তখন কেমন করে তোমার প্রতিবেশীকে বলতে পারো, 'বন্ধু, এসো, তোমার চোখের ধূলিকণা বের করে দেই?' ভন্ড, প্রথমে তোমার নিজের চোখ থেকে কড়িকাঠটি বের করে ফেলো, তাহলে তোমার প্রতিবেশীর চোখের ধূলিকণা বের করার জন্য স্পষ্ট দেখতে পাবে।

(৪৩)ভালো গাছে খারাপ ফল ধরে না, আবার খারাপ গাছে ভালো ফল ধরে না। (৪৪)প্রত্যেকটি গাছকেই তার ফল দিয়ে চেনা যায়। কাঁটাঝোপ থেকে ডুমুর কিম্বা কাঁটাঝোপ থেকে আঙুর তোলা যায় না। (৪৫)ভালো মানুষ তার অন্তরে জমানো ভালো থেকে ভালো কথাই বের করে, আর খারাপ মানুষ তার অন্তরে জমানো খারাপি থেকে খারাপিই বের করে। কারণ মানুষের অন্তর যা দিয়ে পূর্ণ থাকে, মুখ সেই কথাই বলে।

(৪৬)তোমরা কেনো আমাকে 'হুজুর, হুজুর করো, অথচ আমি যা বলি তা তোমরা করো না? (৪৭)যে কেউ আমার কাছে এসে আমার কথা শোনে এবং সেই মতো কাজ করে, সে কার মতো তা আমি তোমাদের দেখাবো।

(৪৮)সে এমন এক লোকের মতো, যে ঘর তৈরি করার জন্য গভীর করে মাটি কেটে পাথরের ওপর ভিত্তি গাঁথলো। পরে বন্যা এলো এবং নদীর পানির স্রোত সেই ঘরের ওপর এসে পড়লো কিন্তু ঘরটি নাড়াতে পারলো না। কারণ সেটি শক্ত করেই তৈরি করা হয়েছিলো।

(৪৯)কিন্তু যে শোনে অথচ সেই মতো কাজ করে না, সে এমন এক লোকের মতো, যে মাটির ওপর ভিত্তি ছাড়াই ঘর তৈরি করলো। পরে নদীর পানির স্রোত যখন ঘরের ওপর পড়লো, তখনই সেই ঘরটি পড়ে একেবারে ধ্বংস হয়ে গেলো।'
"